DEC 14 2000

পরীক্ষার পরেও নকল!!

১৯৯৭ সেশনের এমএ চূড়ান্ত পরীক্ষাটি আরম্ভ হয় গত ১০ জুন। গত ১ জুলাই শেষ পরীক্ষা শুরু হওয়ার ত্রিশ মিনিট পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর আসে, পরীক্ষার হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিম আসছে। ধারাবাহিক অবাধে বাঁধা পড়ল, নিরন্তর সুষ্ঠুতা অসুস্থ হল এবং আন্তরিক সহযোগিতা সাময়িক কঠোরতায় পর্যবসিত হল। যদি প্রথম পরীক্ষা থেকেই হলে এই পরিবেশটি বিরাজ করত তাহলে পরিদর্শকদের প্রভাবটি নির্বিচারে সবার জন্য সমান দুশ্চিন্তার কারণ হতো না।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছিল টিম হয়তো বেশিক্ষণ থাকবে না আর তাই প্রায় সবাই কালক্ষেপণ করছিল মাত্র কিন্তু পরিদর্শক দল দুর্দান্ত দাপটে পুরো চার ঘন্টা থেকে একেবারে নিরাশ করল। অতএব এই টিমের মধ্যেই একজন মানিক পাওয়া গেল। এবং তার সঙ্গে কিছু ছাত্রের চুক্তিও হয়ে গেল। 'চাহিবা মাত্র দিতে বাধ্য থাকিলে' পরীক্ষার পরেও নকল করা যাবে।

কিছুদিন পর একটি দুটি করে চতুর্থ পরীক্ষার খাতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাংক থেকে ছাত্র গৃহে আসতে শুরু করে এবং হুবহু সিলেক্ট অনুসারে উত্তরপত্র ভরে দেয়া হয়। যারা একটু বেশি চতুর তারা সিলেক্ট গাইডের পাশাপাশি হ্যান্ডনোটও ব্যবহার করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং বাংলা দুটি বিষয়ের অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ জন ছাত্রছাত্রী তাদের চতুর্থ পত্রে পরীক্ষার হলে না পাড়া উত্তরগুলো পরবর্তী সময়ে চুক্তিভিত্তিক উত্তরে পরিপূর্ণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চমৎকারিত্বের এই দেশে চমকপ্রদ এই দুর্নীতির বিবরণ পড়ে জানি কেউ চমকে উঠবেন না।

শিল্পী রায়, বাংলা বিভাগ, নেত্রকোনা সরকারি কলেজ